আজকের কাগজ

10 JUN 1992

তারিখ 10 JUN 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

179

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখল নিয়ে পরিস্থিতির আরো অবনতি হতে পারে

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতির আরো অবনতি হতে পারে। জহুরুল হক হল দখল নেয়া ছাত্রলীগের 'থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপ' ছাত্রলীগ (ম-ই) নিয়ন্ত্রিত এস এম হল ও জগন্নাথ হল দখল করার পরিকল্পনা করছে। তাদের আগেই কিম্বা তাদের দু'এক দিন পর মন্টু গ্রুপ সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে এস এম হল ও জগন্নাথ হল দখল করবে। খবর বিশ্বস্ত সূত্রের। এ সূত্রে আরো জানা যায় অভিযান সফল হলে তারা ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে। এ অভিযানের জন্যে ব্যাপক রণ সাজে সজ্জিত হচ্ছে জহুরুল হক হল দখলকারী গ্রুপ। এদিকে ছাত্রলীগের মূল ধারাটি আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের আগে 'মন্টু গ্রুপ'কে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করার চিন্তা-ভাবনা করছে। এর আগে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে গিয়ে রক্তপাত বা প্রাণহানি ঘটতে পারে এবং এটি ঘটলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে তার বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বিবেচনা করে আপাততঃ কোনো ব্যবস্থা নেয়া থেকে বিরত থাকছেন।

গত রোববার সন্ত্রাসীদের বোমার আঘাতে আহত ৪ কুল ছাত্রকে প্রধানমন্ত্রী সোমবার ঢাকা মেডিকেলে গিয়ে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দেন। সে অনুযায়ী উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে গতকাল বিপুল সংখ্যক পুলিশ জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল ও এস এম হল তল্লাশি করে। কিন্তু তিন ঘন্টাব্যাপী বিপুল পুলিশের এই তল্লাশি অভিযান অন্যান্যবারের মতই শূণ্য ফল বয়ে এনেছে।

সন্ত্রাসী ঘটনার কবলে পড়ার আশংকায় জহুরুল হক হল, এস এম হল ও জগন্নাথ হল এলাকায় রাতে তো নয়ই, দিনেও ত্রস্ত পায়ে অতিক্রম করতে হয়। রাতে এক অস্বাভাবিক ভূতুড়ে ও গা ছমছম পরিবেশ সৃষ্টি হয় এই হলত্রয়ে। বিশেষত জহুরুল হক হল ও এস এম হলের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে লোকজনের যাতায়াত প্রায় বন্ধ।

এদিকে ক্যাম্পাসে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী ঘটনা এবং তার ফলে রোববারের বোমা হামলায় ৪ কিশোর আহত হওয়ার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ ও নিন্দা অব্যাহত রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির জরুরি সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আহত শিশুদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন ও ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্যে সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। অন্য এক প্রস্তাবে বলা হয়, দিন দিন সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেয়ে চরম আকার ধারণ করার পরও সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হচ্ছে। সভায় সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত ও শাস্তি বিধান নিশ্চিত করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগের দাবি জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ এস এম এ কায়েজ।

এদিকে গতকাল ছাত্রদলের এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে। হাবিবুন্নবী সোহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা ফজলুল হক মিলন, নাজিম উদ্দিন আলম, রিজভী আহমেদ, মনিরুজ্জামান মনির, ইলিয়াস আলী ও আলী আক্কাস নাদিম। বক্তারা সন্ত্রাসের জন্যে ছাত্রলীগকে দায়ী করে বলেন, এই চিহ্নিত গোষ্ঠির ষড়যন্ত্র, নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের ফলে আজ প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন এবং এজন্যে দেশবাসী তথা ছাত্রসমাজ আতংকিত। বক্তারা অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেন।

ছাত্রলীগের (ম-ই) সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় মধুর ক্যান্টিনের সামনে। বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি কে এইচ এম লিজু ও সাধারণ সম্পাদক পংকজ দেবনাথ। বক্তারা ক্যাম্পাসে সাম্প্রতিক ঘটনার জন্যে বাদল হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িতদের দায়ী করেন এবং অবিলম্বে জহুরুল হক হল থেকে তাদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী ও কারিগরি কর্মচারি ইউনিয়নের সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্মচারি ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা বক্তব্য রাখেন এবং সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা ও বিচার দাবি করেন। সভাশেষে কর্মচারি, অভিভাবক ও কুলের ছাত্রছাত্রীসহ একটি সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রদক্ষিণ করে এবং প্রধানমন্ত্রী ও উপ-চার্যের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে।